Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-Iv, published on October 2023, Page No. 578 – 583
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

বিজ্ঞান ও বস্তুনিষ্ঠতা : একটি নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি

রোজিনা খাতুন
এম.ফিল, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : rjk_online@rediffmail.com

Received Date 10. 09. 2023
Selection Date 14. 10. 2023

Keyword
Objectivity, Standpoint Theory, Neutrality, Relativity, Marginal Lives, Androcentric, Values and Interests, Logic of Discovery.

Abstract
Science has been an inseparable part of our daily life and scientific discoveries are always reliable to us. But have we ever questioned what makes this reliability so strong? The answer will be it's value neutrality, pure objective form. This is where renowned feminist philosopher Sandra Harding raised her voice and declared that the idea of value neutral science is nothing but a myth, misleading agenda. Objectivity propagates 'might makes right' policy where feminine thoughts are neglected. According to her, objectivity in science is nothing but an institutionalized, normalized politics of male supremacy which decides the future of a research project. The demand for objectivity, the separation of observation and reporting from the researchers wishes, becomes the demand for separation of Thinking from Feeling. This promotes moral detachment in scientists which in turn can lead to work on all sorts of dangerous and harmful projects with indifference to human life. It is a widely held Androcentric assumption that had been spread through culture-wide across the culture of science. Harding calls this notion of objectivity 'weak objectivity' and her response to this problem is the 'Strong Objectivity' program that draws on feminist standpoint theory to provide a kind of logic of discovery for maximizing our ability to block 'might makes right' in the Sciences. It does so by delinking the neutrality ideal from objectivity which was actually shaped by knowledge-distorting interests and values. Standpoint Theory on the other hand begins from the recognition of social inequality, from the social matrix to where we belong to and supports each perspective of women and marginalised people with nature and social relations they hold in the society. Thus Standpoint Theory aims to increase the adoption of feminist projects into mainstream cultures and practices to broaden the borders of scientific culture and practice and to enrich Science from mere objective values. Although there were claims about some hidden notion of Scientific Pluralism and Naturalism in Harding's theory of 'strong Objectivity', they do no harm to the intentions of standpoint theory which insists on the examination of the researcher as well as examining the object of research.

Discussion

আমাদের প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞান ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। বিজ্ঞান ও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলিতে সাধারণতঃ আমরা সন্দেহ প্রকাশ করি না। বিজ্ঞানের উপর আমাদের এই অবাধ ভরসার মূল কারণ হল বিজ্ঞান তার বিষয়বস্তুসমূহকে কেবলমাত্র বিষয়নির্ভর নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে নির্দিষ্ট পদ্ধতিসমূহের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের দ্বারা আবিষ্কার করে থাকে ও তার ব্যাখ্যা করে থাকে। কিন্তু এমন প্রশ্ন কি করা যেতে পারে যে বিজ্ঞান তার আবিষ্কৃত বিষয়সমূহে যে আপাত নিরপেক্ষতার দাবি করে তা সত্যই সন্দেহাতীত কিনা? বিষয়ের বিষয়ী নিরপেক্ষতা বা কেবল বস্তুনিষ্ঠতা কি আদৌ সম্ভব? আমরা দেখেছি প্রচলিত ধারণানুযায়ী প্রত্যেক বিষয় বা জ্ঞানসংক্রান্ত প্রশ্নের অনুসন্ধানী গবেষককে সর্বদা বস্তুনিষ্ঠতা (objectivity) অথবা সাপেক্ষতা (relativism) এই দুটি মতবাদের যে কোনো একটিকে গ্রহণ করেই অগ্রসর হতে হয়। কিন্তু সমসাময়িক নারীবাদী দার্শনিক Sandra Harding এই ধারণার তীব্র বিরোধিতা করেন। তাঁর মতে, বিশেষতঃ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়ের এইরূপ কঠোর বস্তুনিষ্ঠতা কখনোই সম্ভব হতে পারে না। এতদিন ধরে বিজ্ঞান যে কঠোর বস্তুনিষ্ঠতার ছদ্মনামে নিরপেক্ষতার দাবি করে আসছে তা আসলে পিতৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার might makes right নীতিরই প্রতিফলন ভিন্ন অপর কিছু নয় যেখানে বিষয়ের অন্বেষণকারী গবেষকদের আবেগ, অনুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গী, মূল্যবোধ ইত্যাদিকে গুরুত্ব দেওয়ার পরিবর্তে কিছু স্বার্থান্বেষী সংস্থা বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের প্রয়োজন সিদ্ধ করতে বৈজ্ঞানিক গবেষণাপদ্ধতিকে তথা গবেষককে কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। সে কারণেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে objectivity-র প্রসঙ্গ ও অর্থ পরিবর্তিত হতে থাকে। কখনো ক্রেতার পছন্দকে গুরুত্ব দিয়ে বৃহত্তর বাজার গঠনের স্বার্থে পণ্যের রূপ পরিবর্তিত হতে থাকে আবার কখনো পুরনো আদর্শ ও নীতিগুলিকে দূর্বল ও যুগোপযোগী নয় বলে পরিত্যাগ করে নতুন ক্ষমতাবাদী দলের আদর্শকে উৎসাহিত করা হয়। ফলতঃ বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলি যেগুলিকে আমরা আপাতভাবে নিরপেক্ষ মনে করে থাকি তা আসলে কোন না কোনভাবে আপেক্ষিকতার অধীন। বিজ্ঞানের এহেন কঠোর নিয়ন্ত্রণবাদকে 'দূর্বল বস্তুনিষ্ঠতা' (Weak Objectivity) আখ্যা দিয়ে Sandra Harding তাঁর অভিমতকে (Strong Objectivity) 'সবল বস্তুনিষ্ঠতা' রূপে আখ্যায়িত করেন। তাঁর মতে, বিজ্ঞানকে স্বচ্ছ করে তুলতে হলে যে কোন রকমের পক্ষপাতকে দূরে সরিয়ে গবেষকের ব্যক্তিগত আবেগ, পরিবেশ, মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন প্রকার দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে বিজ্ঞানকে নতুনভাবে সাজাতে হবে।

নারীবাদী দার্শনিকদের মতে প্রচলিত বিজ্ঞানেও বস্তুগত জ্ঞানের প্রসঙ্গে নারীদেরকে বেশি আবেগপ্রবণ, কম অ-নিরপেক্ষ এবং কোন সিদ্ধান্ত গঠনে কম সক্ষমরূপে বিবেচনা করা হয়। তাছাড়া বস্তুনিষ্ঠতার প্রসঙ্গকে সেই সব পদ্ধতির সঙ্গে যুক্ত করে, তাদের পুনর্ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়ে দেখার চেষ্টা করা হয় যেগুলি fair বা সুষ্ঠু পদ্ধতি বলে বিবেচিত; নতুন কোন পদ্ধতিকে পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ মনে করে সাধারণতঃ তা বর্জন করার চেষ্টা চলে। Harding তাঁর 'Strong Objectivity' প্রবন্ধে নিরপেক্ষতার (neutrality) ধারনাটি সম্বন্ধে কয়েকজন বিশিষ্ট দার্শনিকের মতামত উল্লেখ করেন।[১] যেমন- দার্শনিক Peter Novick মনে করেন, বস্তুনিরপেক্ষতার ধারণাটি আসলে কোন একটি বিশেষ সরল ধারণা নয় বরং একগুচ্ছ ধারণা, মনোভাব বা অপরাপর ধারণার বর্জনীকরণ নীতি। দার্শনিক W. B. Gallie-র মতে, বস্তুনিরপেক্ষতার ধারণাটি 'social justice' - এর মত কোন এক বিমূর্ত ধারণার অনুরূপ যার অর্থটি চিরকালই একটি বিতর্কের বিষয় হয়ে থাকবে। Robert Proctor-এর মতে, নিরপেক্ষতার ধারণাটি আসলে একটি পৌরাণিক শ্রুতি (myth), মুখোশ কিংবা ঢাল-তরবারির মত প্রথাগত চিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আসলে বিজ্ঞানের ভাগ্য নির্ধারিত হয় পুঁজিবাদী গণতন্ত্রের দ্বারা যেখানে ধারণার সংঘাত নিষ্পন্ন হয় তাদের দ্বারা যাদের গবেষণার উৎস ও প্রকাশ বিষয়ে একাধিকার রয়েছে। গবেষকের ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিরুদ্ধে তার অনুভূতিকে চিন্তন থেকে পৃথক করার অমানবিক প্রচেষ্টা আসলে বিজ্ঞানের অগ্রগতিকেই বাধা দান করে যার ফলস্বরূপ গবেষককে এমন কিছু প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত হতে হয় যেগুলি মানবজীবনের প্রতি উদাসীন ও মানব সভ্যতার পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠতে পারে।

এই ভাবে নারীবাদী সমালোচকগণ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী আকর্ষণ করার চেষ্টা করেন এই বলে যে, বস্তুনিরপেক্ষতা, যৌক্তিকতা, যান্ত্রিক পরীক্ষণ পদ্ধতি এমনকি বৈজ্ঞানিকগণ যাদের মূল্য-নিরপেক্ষতার প্রতীকরূপে ব্যবহার

করা হয় তা বস্তুতঃ বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলি ও তাদের অনুমোদিত নিরপেক্ষতা নির্ণায়ক পদ্ধতিই নির্ধারণ করে যেগুলি প্রথম থেকেই বিশেষ এক লিঙ্গভিত্তিক ভাবধারায় পুষ্ট ও বিকৃত। বৈজ্ঞানিক গবেষণা চলাকালীন এক 'বিকৃতিকরণ অনুশীলন' চলতে থাকে যেখানে অনুমানসমূহ, প্রকৃতি, গবেষণা প্রযুক্তি সবকিছুকে পরস্পর এমনভাবে সংযুক্ত করা হয় যার দ্বারা বস্তুনিরপেক্ষতার মূল উপাদানগুলি এমন ভাবে উৎপন্ন হয় যাতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার দাবী থাকে না। এটি কোন স্বতন্ত্র, ব্যক্তিগত বা বিষয়গত ভ্রান্তি নয় যার প্রতি নারীবাদী ও অন্যান্য বিজ্ঞানবিরোধী সমালোচকগণ আমাদের মনোযোগের দাবি করেন বরং এটি একপ্রকার পুরুষপ্রধান মানবকেন্দ্রিক (androcentric), ইউরোপীয়, বুর্জোয়া ধারণা যা সমগ্র বিশ্বজুড়ে বিজ্ঞান সংস্কৃতিতে পরিব্যাপ্ত[২]। নারীর জৈবসত্ত্বা, নৈতিক যুক্তি, বুদ্ধি, মানব বিবর্তনে অথবা ইতিহাসে তার অবদান বা বর্তমান সমাজে তার সামাজিক সম্পর্কগুলি পুরুষের তুলনায় নিম্নমানের – এই প্রকার চিন্তাভাবনা কোন ব্যাঙ্গাত্মক স্বতন্ত্র 'বিষয়ী' -র ধারণা নয় বরং সমগ্র সংস্কৃতি জুড়ে প্রচলিত এক ধারণা। এই ধারণাগুলিই অধ্যয়নের সমগ্র ক্ষেত্র গঠন করে, যেমন– পূর্বনির্ধারিত সমস্যাগুলি নির্বাচন, বিশেষ ধারণা ও অনুমান গঠনে বা গবেষণার নকশা নির্বাচনে আনুকূলতা দান ইত্যাদি যা এক অর্থে পুরুষপ্রাধান্যকে প্রশ্রয় দেয়। এটি একপ্রকার বৈজ্ঞানিক জাতিগত মেরুকরণ বা লিঙ্গগত মেরুকরণ। এই ভাবে বিজ্ঞান একটি সামাজিক সংস্থাপক ক্রিয়া হয়ে ওঠে। এই প্রকার দোষবিশিষ্ট বস্তুবাদকে দার্শনিক Sandra Harding 'দূর্বল বস্তুনিষ্ঠতা' (Weak Objectivity) বলে উল্লেখ করেন।

এখন প্রশ্ন ওঠে, তাহলে কি আমাদের কাছে বস্তুনিরপেক্ষতার বিরোধী মতবাদ সাপেক্ষতা বা বিষয়ীগততা বেশি গ্রহণযোগ্য? Harding- এর মতে, যখনই এমন কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, সমাজে বিজ্ঞানের স্থান নির্বাচনে কোন্ প্রকার মতবাদটি যোগ্যতম রূপে নির্বাচনের যোগ্য হবে তখনই সাপেক্ষবাদে এক প্রকার দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয় যেহেতু এখানে প্রতিটি পক্ষই সমান মূল্য বহন করে[৩]। Harding বলেন, এটি এক প্রকার জ্ঞানতাত্ত্বিক দুর্বলতা; কারণ, প্রতিটি পক্ষই যদি সমান হয় তাহলে ধরে নিতে হবে যে, সমাজে যেসব বর্গ প্রান্তীয় বা দূর্বল অপবাদে মূল বৈজ্ঞানিক স্রোত থেকে অপসৃত হয়ে পড়েছিল তারাও কোনো না কোনো পক্ষে অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছে। এখন হঠাৎ করে প্রান্তীয় মানুষজন বা নারীরা কিভাবে এমন আশাবাদী হয়ে উঠতে পারেন যে, যে গোষ্ঠী এতদিন তাদের আগ্রহ বা মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিতে অপ্রস্তুত ছিল, যারা গবেষণার প্রকল্পগুলিকে বিকৃত করত তারা আকস্মিকভাবে তাদেরকে প্রথমস্থানে রেখে তাদের মতামতকে জানতে আগ্রহী হবে কিংবা অধিকতর সমালোচক দৃষ্টিতে যুক্তিনির্ধারণ করতে আগ্রহী হবে? Harding এই কারণেই সাপেক্ষবাদ (relativism) অথবা বিষয়ীবাদ (subjectivism)-কে পরিত্যাগ করেন।

তাঁর মতে, এই সমস্যার সমাধান হতে পারে এমন মতবাদ গ্রহণে যেখানে প্রান্তীয়বর্গকে তার নিজস্বতাসহ একটি পক্ষ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে ও প্রয়োজনে সুবিধা দান করতে হবে। সামাজিক অসাম্যের কেন্দ্রস্থল থেকেই গবেষণা শুরু করতে হবে এবং Standpoint Theory এই কাজটিই করে। এই কারণেই তিনি Standpoint Theory-কে গ্রহণ করেন। Harding বোঝাতে চান, যে কোনো বিষয়সম্বন্ধে নির্ণায়ক ধারণায় পৌঁছাতে গেলে আমাদের প্রথমেই সেইসব প্রভাবশালী প্রকল্পের ধারণার বাইরে অবস্থান করতে হবে যেখানে সেই সব ধারণার সূত্রপাত ঘটেছে অর্থাৎ যারা সেই ধারণাগত কাঠামোর বাইরে অবস্থিত সেই সব প্রান্তীয় মানুষজনের (marginal lives) জীবন থেকে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে শুরু করতে হবে তবেই তা বিষয়ের নিরপেক্ষ হওয়ার বা অন্তত নিরপেক্ষতার দাবীর কিছুটা কাছাকাছি হওয়ার যোগ্য হতে পারে[৪]। এই 'প্রান্তীয় মানুষজন' অর্থে শুধুমাত্র নারীরা নন, সমাজের ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর বর্গের মানুষেরা যারা প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত, তাদের দর্শন কিভাবে বিজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করে তাও অন্তর্ভুক্ত। প্রকৃতি, বিজ্ঞান এবং সামাজিক সম্পর্কগুলি সম্বন্ধে নতুন নতুন প্রশ্নের উন্মোচনে নারী অভিজ্ঞতা ও তাদের বক্তব্য গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকরূপে গণ্য হতে পারে কারণ, এই সব প্রশ্নের উত্তর তার ব্যক্তিগত জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই উঠে আসে। যেমন– জাতীয় বা আন্তর্জাতিক নীতিসমূহ ও তাদের অনুশীলন, সর্বোচ্চ আদালতের সিদ্ধান্ত, আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ চুক্তি, প্রতিরক্ষা নীতি ইত্যাদি নারীদের জীবনে কি প্রভাব ফেলে তা কেবলমাত্র নারীরাই অনুভব করতে পারেন। এটি কোন নারীকেন্দ্রিক মানবতাবাদী মত নয় যে কেবল নারীরাই feminist knowledge উৎপাদনে সক্ষম; বরং পুরুষেরাও তাদের চিন্তাভাবনাকে নারীদের জীবন থেকে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে মনে রাখতে হবে, 'নারী' শব্দটি

সকল নারীর সমগোত্রীয় নয়, এটি একপ্রকার উচ্চবর্গীয় কল্পনা। আসলে লিঙ্গ, শ্রেণী, বর্ণ, যৌনতা ভেদে বিভিন্ন নারীর সামাজিক সম্পর্কগুলি বিভিন্ন হয় যা একটি নির্দিষ্ট সামাজিক ক্রমে আমাদের অবস্থানকে সূচিত করে। এইপ্রকার বিভিন্নতার স্বীকৃতিই সমসাময়িক নারীবাদী দার্শনিক চিন্তাভাবনার মূল চালিকাশক্তি। Standpoint Theory-র অনুগামী দার্শনিকগণ নারীদের এই নির্দিষ্ট সামাজিক ক্রমিক বর্গের (social matrix)[৫] অবস্থানকে মান্যতা দিয়ে তাদের অভিজ্ঞতাকে গ্রহণ করে থাকে যাতে কেবল নারীরাই নয় পুরুষেরা ও তথাকথিত নীতিনির্ধারকেরা নারীসুলভ পথে তাদের চিন্তাকে প্রসারিত করতে পারেন।

বিজ্ঞানের দর্শনকে নস্যাৎ করার চেষ্টা করা কখনোই Harding-এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর মতে, যে কোনো দর্শনই ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাভাবিক বলে বিবেচিত হয় যতক্ষণ না সেখানে কোন সংশয় প্রবেশ করে, যে মুহূর্তে সংশয়বাদের উদ্ভব হয় তখনই কোন সিদ্ধান্তের পুর্নপরীক্ষণের প্রয়োজন অনুভূত হয়। ঠিক একইরকমভাবে নারীবাদী জ্ঞানের স্বীকৃতিও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তগুলির পুর্নবিবেচনায় সহায়ক হবে। কারণ, এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানের বিষয়, পদ্ধতি, গবেষক, জ্ঞাতা, জ্ঞানের যৌক্তিক পুনর্গঠনের যে প্রয়োজন হতে পারে এবিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ ছিলেন। ফলতঃ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানগুলিও জরাজীর্ণ ধারণায় পুষ্ট হতে থাকত। এই প্রকার সংশয়ই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে গতির সঞ্চার করতে পারে ও তাকে পুনর্গঠন করতে পারে।

Standpoint Theory দাবী করে যে, নারীদের জীবন থেকে গবেষণা শুরু করা হলে তা শুধুমাত্র নারীদের নয়, পুরুষের এমনকি সমগ্র সমাজ সম্বন্ধে কম মিথ্যা এবং বিকৃত ফল প্রকাশ করবে[৬]। Standpoint দার্শনিকগণের মতে, সকল অভিজ্ঞতারই ভবিষ্যৎ পুর্ননির্মাণ ও পুর্নপরীক্ষার পথ খোলা রাখা উচিত যাতে তা কম থেকে অপেক্ষাকৃত কম মিথ্যা হতে হতে আসল বস্তুস্বরূপের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারে। যে সকল অভিজ্ঞতাগুলি বৈধ পরীক্ষক দ্বারা নির্ণীত নয় বা যেগুলি যে মূল্য ও আগ্রহগুলি আমাদের বর্ণনাকে বর্ধিত করে বা সংকুচিত করে সেই পার্থক্যকে পরিমাপ করতে সাহায্য করে, বর্ণনা করতে সাহায্য করে এবং প্রকৃতি ও সামাজিক সম্পর্কগুলোকে বুঝতে সাহায্য করে সেই সকল অভিজ্ঞতাকে Standpoint Theory মান্যতা দান করে। এই ভাবে এই তত্ত্বটি ভবিষ্যৎ গবেষণার দিক নির্মাণ করে থাকে। বিজ্ঞানের সেই সকল সমস্যাগুলি, যেগুলি সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী সামাজিক গোষ্ঠীর মূল্য ও আগ্রহবোধের ফলে উৎপন্ন হয়েছে তাকে সংশোধন করে একটি Strong Objectivity বা সবল বস্তুনিষ্ঠতার দিকে অগ্রসর হওয়ার একটি মানচিত্র বা পদ্ধতি দান করে। প্রচলিত ধারার প্রকল্পগুলির ক্রটি নিবারণে Strong Objectivity-র যে প্রয়োজনীয়তা আছে সে সম্বন্ধে Harding-এর বক্তব্য হল[৭] – এটি এমন একটি প্রকল্প যেখানে বৈজ্ঞানিক যৌক্তিকতাকে সীমায়িত করার পরিবর্তে পুর্নবৈধকরণ করার চেষ্টা করা হয়। এখন এই যৌক্তিকতার সঙ্গে 'আবিষ্কারের প্রসঙ্গ' এবং গবেষকের মূল্য ও আগ্রহবোধ যুক্ত হয়ে এটিকে নতুন মাত্রা দান করবে। *দ্বিতীয়তঃ,* objectivity প্রসঙ্গে যাদের ধারণা ছিল এটি উত্তরপ্রান্তের বিশেষতঃ ইউরোপীয় মার্কসবাদ ও নারীবাদের সংস্কৃতি থেকে আমদানিকৃত, তারাও Strong Objectivity ও Standpoint Theory-কে ব্যবহার করে জ্ঞানের উৎপাদনের ক্ষেত্রে এর সঙ্গে নিজস্ব সংস্কৃতির সমৃদ্ধতাকে যোগ করে 'might makes right' নীতির প্রতিরোধে সক্ষম হবে। *তৃতীয়তঃ,* objectivity-র প্রসঙ্গ থেকে নিরপেক্ষতাকে বাদ দিলে কি আমরা বস্তুনিষ্ঠতায় অন্তর্নিহিত পুরুষপ্রাধান্যকে দূর করতে সক্ষম হব? অথবা, ন্যায়বিচারের যুক্তিকে পুরুষত্ব দান করার পরিবর্তে আবিষ্কারের যুক্তিকে নারীত্ব আরোপ করা নিরপেক্ষতা দানের চেয়ে বেশি উপযোগী হবে? এই সমস্ত প্রশ্নগুলি নতুনভাবে ভাবনাচিন্তার পরিসর পাবে। *চতুর্থতঃ,* বর্তমান সংস্কৃতি এবং চিরাচরিত বৈজ্ঞানিক উপায়গুলিতে অনুশীলনে অভ্যস্ত বৈজ্ঞানিকদের কাছে হঠাৎ করে পরিবর্তনে প্রয়াসী হওয়াটা সহজ-কর্ম হবে না সেজন্য 'বিজ্ঞানবহির্ভূত' গোষ্ঠীগুলিকে তাদের ধারণা, অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে (বৈচিত্র্য, বহুসংস্কৃতিবাদ, নারীবাদ এই কাজগুলিই করে থাকে) যাতে এই নতুন প্রবণতাগুলিই বিজ্ঞানের ব্যাপ্তিকে আরো প্রসারিত করতে পারে।

Sandra Harding তাঁর Strong Objectivity-তে তিনটি মূল দাবী উত্থাপন করেন– ১) জ্ঞান হল একটি সামাজিক বিষয়, ২) প্রান্তীয় দলগুলির একটি বিশেষ সুবিধা আছে তা হল এরা যেকোনোরকম পক্ষপাতকে সহজেই চিহ্নিত করতে পারে যা প্রভাবশালী দলগুলির নজরে সহজে পড়ে না। ৩) প্রান্তিক মানুষগুলির দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর

করে জ্ঞানের নির্মাণ হওয়া উচিত। তাঁর এই ভাবধারার পিছনে কোথাও মার্কসীয় চিন্তাধারার প্রভাব দেখা যায় বিশেষতঃ যখন প্রান্তীয় শ্রেণীর (মার্কসীয় দর্শনে শ্রমিক শ্রেণীর) অন্তর্ভাবের প্রসঙ্গ আসে। চিরাচরিত দার্শনিকদের মত তিনি কোন চরমতাবাদী (absolutist) মত প্রকাশ করেননি। একদিকে যেমন ডেকার্টের মত তিনি বলেন না যে, আমরা আমাদের মনকে এমন ভাবে প্রভাবিত করতে পারি যেখানে সমস্ত পূর্বসংস্কারমুক্ত কেবল বস্তুসত্তার সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। Harding-এর মতে, এমন অভিমত কেবল একটি কল্পনাবিলাস (myth) মাত্র। কারণ, জাগতিক বিশ্ব এবং আমাদের সামাজিক অবস্থানের সঙ্গে আমরা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, এদের কোনটি থেকেই আমরা নিজেদেরকে বিচ্ছিন্ন করতে পারিনা। তেমনি দার্শনিক হিউমের মত কোন চূড়ান্ত সংশয়বাদও তাঁর প্রস্তাবে নেই। হিউমের যুক্তিতে আরোহ যুক্তি উৎপন্ন হয় কারণ আমাদের জ্ঞানীয় চেতনা এবং আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা- এই উভয়ের মধ্যে এক শূন্যস্থান রয়েছে যাকে আমরা কখনোই অতিক্রম করতে পারব না। এই শূন্যস্থানটিই আরোহ যুক্তির পথ প্রশস্ত করে। Harding-এর Standpoint Theory-তে এই জ্ঞানীয় চেতনার শূন্যস্থানটি প্রান্তীয় মানুষের সামাজিক মূল্যবোধ পূরণ করতে পারে। চরম সংশয়বাদীর মত তিনি কোনপ্রকার সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করেন নি। তাঁর মতে, আমরা বস্তুনিষ্ঠতার পুনর্বিস্তারের ক্ষেত্রে সত্যের আরও কাছাকাছি অগ্রসর হতে পারি; good science তা করতে সক্ষম[৮]। প্রান্তিক দৃষ্টিভঙ্গিগুলির অন্তর্ভুক্তিকরণই আমাদের বৃহত্তর এবং সার্বিক বস্তুনিরপেক্ষতার পথে পরিচালিত করতে পারে।

অনেকে Harding-এর Strong Objectivity-র প্রসঙ্গে বলেন যে, এটি এক প্রকার বৈজ্ঞানিক বহুত্ববাদের (Scientific Pluralism) সূচনা করে যেখানে দাবী করা হয় প্রকৃতি এবং সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে সমাজের একটি বিশেষ গোষ্ঠী কম বিকৃত তথ্যজ্ঞাপন করে। অপরদিকে দাবী করা হয় যে, বিজ্ঞান এবং সমাজ এক গঠনকারী ঐক্যসূত্রে (Co-constitutive) বদ্ধ। সমাজ থেকে বিজ্ঞান গঠিত হয় এবং বিজ্ঞানের কাজ সমাজকে পরিষেবা দান করা। Strong Objectivity- এর মধ্যে কোথাও আবার একপ্রকার কৌশলগত প্রকৃতিবাদী চিন্তাভাবনা (Strategic Naturalism)[৯] দেখতে পাওয়া যায়। কারণ, প্রকৃতির সবথেকে কাছের মানুষগুলির অভিজ্ঞতা দ্বারা পুষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীগুলিকে এখানে সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই প্রকার ধারণার মধ্যে একপ্রকার প্রকৃতিবাদী দর্শন সুপ্ত হয়ে রয়েছে যাকে Harding কৌশলীপন্থায় অবলম্বনের পক্ষপাতী।

পরিশেষে, Harding-এর মতামতের সঙ্গে সহমত প্রকাশ করে সমগ্র আলোচনা থেকে এমনটা বলাই যায় যে, Strong Objectivity হয়তো কোন নিখুঁত তত্ত্ব নয় তবে পরিদৃশ্যমান অন্যান্য বিকল্পতত্ত্বগুলি থেকে অধিকতর সুবিধাজনকরূপে অবশ্যই গণ্য হওয়ার যোগ্য।

Reference :

১. Harding, Sandra. "Strong Objectivity: A Response to the New Objectivity Question", in Synthese, Vol. 104, No. 3, Feminism and Science, sep. 1995, pp. 333

২. Harding, Sandra. "Rethinking Standpoint Epistemology: What is Strong Objectivity?", The Centennial Review, Vol. 36, No. 3, 1992, pp. 440

৩. Brooks, Abigail T. "Feminist Standpoint Epistemology: Building Knowledge and Empowerment Through Women's Lived Experience", in Feminist Research Practice: A Primer, Sage Publications, First Edition, Ch. 3, 2007, pp. 74

৪. Brooks, Abigail T. "Feminist Standpoint Epistemology: Building Knowledge and Empowerment Through Women's Lived Experience", in Feminist Research Practice: A Primer, Sage Publications, First Edition, Ch. 3, 2007, pp. 66 - 69

৫. Harding, Sandra. "Strong Objectivity: A Response to the New Objectivity Question", in Synthese, Vol. 104, No. 3, Feminism and Science, sep. 1995, pp. 344 - 345

৬. Harding, Sandra. "Rethinking Standpoint Epistemology: What is Strong Objectivity?", The Centennial Review, Vol. 36, No. 3, 1992, pp. 445

৭. Harding, Sandra. "Strong Objectivity: A Response to the New Objectivity Question", in Synthese, Vol. 104, No. 3, Feminism and Science, sep. 1995, pp. 347 - 348

৮. Freundlich, Andrew. "Feminist Standpoint Epistemology and Objectivity ", in The Compass Rose: Explorations in Thought, 2016.
https://wordpress.viu.ca/compassrose/feminist-standpoint-epistemology-and-objectivity/

৯. Guzman, Dahlia. "The Strategic Naturalism of Sandra Harding's Feminist Standpoint Epistemology: A Path Towards Epistemic Progress'' USF Graduate Theses and Dissertations, 2018.
https: //digitalcommons.usf.edu/etd/7626.